আমি কী মু'মিন?

(একজন প্রকৃত মু'মিনের কেমন
গুণাবলী হওয়া উচিত?)

আমি কী মু'মিন?

(একজন প্রকৃত মু'মিনের কেমন গুণাবলী হওয়া উচিত?)

রচনায়

আবূ আবদুল্লাহ আবদুল হালীম বিন মহিউদ্দীন নাজিরপুরী

(দা'ঈ ও মুতারজিম- মাসজিদুল হারম, আল মাক্কাতুল মুকার্‌রমাহ্)
কেরাণীগঞ্জ মডেল, ঢাকা, মোবাইল : **০১৮৮১-৩৬৪৪৮৫**

সম্পাদনায়

শায়খ আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী

(লিসান্স- মাদীনাহ্ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম. এম. ফার্স্ট ক্লাস
মুহাদ্দিস- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যাহ্ 'আরাবিয়্যাহ্, ঢাকা)

আলোকিত
প্রকাশনী

আমি কী মু'মিন

আবূ আবদুল্লাহ আবদুল হালীম বিন মহিউদ্দীন নাজিরপুরী

প্রকাশনায়

আলোকিত প্রকাশনী

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্‌রাসা মার্কেট (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল: +৮৮০ ১৭৪৭ ৩৭০৭২৭, +৮৮০ ১৭৫৫ ১৬০৫৭৫

ইমেইল: alokitoprokashonibd@gmail.com, ওয়েবসাইট: alokitomart.com

ISBN: ----------

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০২৫

অনলাইন পরিবেশক

alokitomart.com, রকমারি,
ওয়াফি লাইফ, ইখলাস স্টোর, নিউ লেখা প্রকাশনী (ইন্ডিয়া)
TazeemShop.com, UmmahBD.com
Sunnah Bookshop, Anaaba Books, tawheedpublicationsbd.com,
Darus Sunnah Shop, mmshopbd.com, ihyaussunnah.com

পৃষ্ঠাসজ্জা: বর্ণমালা গ্রাফিক্স, ভাটারা, ঢাকা-১২১২, ০১৭১৫-৭৬৪৯৯৩

প্রচ্ছদ: আলোকিত প্রকাশনী টিম

মূল্য: ১৪৫.০০ টাকা মাত্র

WHAT KIND OF BELIEVER AM I, Writen by Abu abdullah abdul Halim bin Mohiuddin Najirpuri, Edited by Shykh Abdullah Sahed al-madani, Published by Alokito Prokashoni, Bangla Bazar, Dhaka. Price: BDT 145, USD: $ 5 Only.

সূচিপত্র

ভূমিকা	**৭**
ঈমানের সংজ্ঞা	**১১**
ঈমান বাড়ে ও কমে	**১২**
ঈমান বৃদ্ধি হওয়ার কারণসমূহ	**১৫**
ঈমান কমে যাওয়ার কারণসমূহ	**১৬**
একজন পরিপূর্ণ মু'মিনের গুণাবলী	**২১**
পবিত্র কুরআনে মু'মিনের পরিচয়	**২৪**
কুরআন-হাদীসে মুনাফিক্বের বর্ণনা	**২৭**
মুনাফিক্বের আলামত	**৩০**
কুরআন মাজীদে মুনাফিক্বের আলামত–	৩০
হাদীস হতে বর্ণিত মুনাফিক্বের আলামত–	৩২
সূরাহ্ আল আনফালে বর্ণিত মু'মিনের আরো ৩টি গুণ:	৩৮
শক্তিশালী মু'মিনের বিশেষ গুণসমূহ	**৪৯**
শক্তিশালী মু'মিনের মর্যাদা :	৪৯
শক্তিশালী মু'মিনের ১৪টি বিশেষ গুণের বর্ণনা :	৪৯
১. সুদৃঢ় ঈমান :	৫০
২. দীনের 'ইল্‌ম অর্জন করা :	৫০
৩. সব্‌র বা ধৈর্য ধারণ :	৫১
৪. রাগ নিয়ন্ত্রণ :	৫২
৫. উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা :	৫৩
৬. উদ্যমী হওয়া :	৫৪
৭. নিজের সংশোধনের পাশাপাশি অন্যের সংশোধনের প্রচেষ্টা থাকা :	৫৪
৮. মানুষের উপকার করা :	৫৫
৯. সুস্বাস্থ্য :	৫৬
১০. মজবুত চিন্তাভাবনা ও সুনিপুণ পরিকল্পনা :	৫৭
১১. সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে নির্ভীক :	৫৭
১২. আত্মমর্যাদা ও পরিচ্ছন্ন অন্তর :	৫৮
১৩. শক্তিশালী মু'মিনের হৃদয় হয় ভালোবাসা, দয়া ও মায়া-মমতায় পূর্ণ :	৫৮
১৪. ভুল স্বীকার :	৫৮

সুদৃঢ় ঈমানের আলামত **৫৯**
মু'মিনের অবহেলাসমূহ **৬০**
১. কুরআনের প্রতি অমনোযোগী হওয়া : ৬১
২. জ্ঞানার্জন না করে মূর্খ থাকা : ৬১
৩. আল্লাহর বিধি-বিধান ও নেক 'আমলের যত্ন নেয়া : ৬২
৪. আম্বিয়াদের ঘটনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং উপদেশ গ্রহণের লক্ষ্যে তা গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন না করা : ৬২
৫. দু'আ না করা : ৬২
৬. আল্লাহর যিক্‌র না করা : ৬৩
৭. মুসলিমের সঠিক পথে চলতে আগ্রহী না হওয়া : ৬৩
৮. অনুসরণীয় তরীকার উপর আস্থা না রাখা : ৬৪
৯. আল্লাহর (দীনের) প্রতি দা'ওয়াতী কাজে শ্রম না দেয়া : ৬৪
১০. সুদৃঢ়কারী সম্প্রদায়ের সাহচর্যে না থাকা : ৬৪
১১. অবিচল থাকতে সাহায্য করবে এমন চরিত্রে চরিত্রবান না হওয়া : ৬৫
১২. বাতিল জিনিসের প্রকৃতি সম্পর্কে না জানা এবং তার দ্বারা প্রতারিত হওয়া : ৬৫
১৩. আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাবান না হওয়া এবং মনে না করা যে, ভবিষ্যৎ ইসলামেরই হবে : ৬৫
১৪. সৎ লোকেদের থেকে উপদেশ না নেয়া : ৬৬
১৫. জান্নাতের নি'আমাত ও জাহান্নামের 'আযাব সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করা এবং মৃত্যুকে স্মরণ না করা : ৬৬
একজন মু'মিনের জীবনে কী প্রয়োজন? **৬৭**
মু'মিনের জন্য সুসংবাদ দুনিয়া ও আখিরাতে **৭০**
তাওহীদের মর্যাদা এবং তাওহীদের ফলে যে সকল পাপ মোচন হয় **৭৬**
যে ব্যক্তি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে, সে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে ৭৯
মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যে ৩০ শ্রেণির ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না **৮০**
আরও কিছু শ্রেণির মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না: ৮৬
গুরুত্বপূর্ণ টিকা : ৮৭
কুরআন মাজীদে মু'মিনের ৫০টি বিশেষ গুণের বর্ণনা **৯১**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

﴿...وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...﴾

"...আর রসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদের নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক...।"[১]

সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের রব, আকাশ ও পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক এবং সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা ও প্রতিপালনকারী। যিনি মানুষের হিদায়াত ও দ্বীনের বিধান পেশ করার জন্য চূড়ান্ত প্রমাণ ও সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ রসূলগণের প্রেরণকারী। সমস্ত কৃপার জন্যে আমি তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি এবং প্রার্থনা করছি যে, তিনি আমাদেরকে আরো কৃপা ও অনুগ্রহ দান করুন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি এক এবং পরাক্রমশালী অনুগ্রহকারী ও ক্ষমাশীল। আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রসূল। যিনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র, বন্ধু এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যাঁকে তিনি চিরন্তন মু'জিযাহ্ কুরআন ও সুন্নাহ দান করেছেন যা হিদায়াত প্রার্থীদের জন্যে হিদায়াতের আলো এবং অল্প কথায় বিশাল ভাব প্রকাশ ও দীনের মধ্যে সহনশীলতার ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহর শান্তি ও রহমাত বর্ষিত হোক সকল নাবী ও রসূলগণের ওপর, তাদের সকলের বংশধরগণের ওপর এবং সকল নেককার বান্দাদের ওপর।

আজ সারা দুনিয়া জুড়ে মুসলিমদের বেদনাদায়ক অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে মুসলিমদের কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ থেকে পদস্খলন।

১. সূরাহ্ আল হাশ্‌র ৫৯ : ৭

অতএব সকলের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে ইসলামের সঠিক শিক্ষা অর্জন ও চেতনা অনুযায়ী জীবন-যাপন করা। আর অজ্ঞতার কারণেই মু'মিনরা এখন 'ইবাদাতের নামে বিদ্'আত করে চলেছে।

বাস্তবতার নিরিখে মানুষ দিন দিন চরম গুমরাহীর দিকে যাচ্ছে। তাই এই মানুষদেরকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনতে হলে তাদেরকে প্রথমে নির্ভেজাল ঈমান ও তাওহীদের দিকে দা'ওয়াত দিতে হবে। অতঃপর তাদের 'আমল ও আখলাক্ব সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। মানুষের 'আক্বীদাহ্ ও ঈমান যখন ঠিক হবে, তখন তাদের 'আমল ও আখলাক্বও ঠিক হবে। যখন ব্যক্তি নিজে চরিত্রবান হবে তখন তার পুরো সমাজ চরিত্রবান হয়ে যাবে, ফলে সমাজে কোন প্রকার খারাপ কাজ সংঘটিত হবে না। কিন্তু মানুষ যখন মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে তখন সে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়। সমাজে তখন তার কোন মূল্য থাকে না। তাই এই মানুষ তৈরির কারিগর হিসেবে মহান আল্লাহ সেই আরব মরুভূমিতে প্রেরণ করেছিলেন নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -কে। তার মাধ্যমে মানুষ হয়েছিল সত্যিকার মু'মিন ও সবচেয়ে উত্তম গুণাবলীতে গুণান্বিত। কিন্তু কি ছিল তাদের সেই ঈমানী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মহান রবের সাথে তাদের সম্পর্কে যার দ্বারা তারা সম্মানের এত সুউচ্চ আসনে আসীন হয়েছিলেন। তাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলার ঘোষণা ও নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কি দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন, সে সম্পর্কেই আলোচনা করবো এই ছোট্ট প্রবন্ধে *ইন্‌শা-আল্ল-হ*। মানুষ আজ নিজের ধর্মীয় সংস্কৃতি বাদ দিয়ে অপসংস্কৃতি চর্চায় ব্যস্ত। তাই জাতির এই ক্রান্তিকালে প্রিয় দীনী ভাই শেখ 'আবদুল হাই বিন শামসুল হক[২] এবং শেখ 'আবদুর রহমান (বংশাল নিবাসী)-এর একান্ত সহযোগিতায় অতি সংক্ষেপে মু'মিনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী নিয়ে অত্র গ্রন্থের প্রয়াস পেয়েছি।

আমার এ প্রবন্ধ পড়ে যদি একজন ভাই বা বোনও মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তার জীবনের সঠিক ঠিকানা খুঁজে পান বা হিদায়াতের পথ পেয়ে যান বা উক্ত গুণাবলী নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে ইন্‌শা-আল্ল-হ।

---

২. কিংডম অব সউদী আরাবীয়া, দা'ওয়াত ও ইরশাদ বিভাগ- সানাইয়া কাদীমা, রিয়াদ (ইসলামিক স্টাডিজ কোর্স [১৭তম ব্যাচ] ১৪২৯ হিজরী, বাংলা বিভাগ)।

আসুন আমরা সবাই পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জীবন গড়ি। দুনিয়াতে প্রকৃত মু'মিন হয়ে বেঁচে থাকি আজীবন অনন্তকাল। (যারা বিশেষভাবে হিদায়াতপ্রাপ্ত, যাদের দ্বারা সমাজ উপকৃত হয় তারা মরে গেলেও চির অমর হয়ে বেঁচে থাকে আজীবন)

মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিন, ঈমান ও ইসলামের দাবী অনুযায়ী জীবনযাপনের তাওফীক্ব দিন। (আ-মীন)

০৩ জুন ২০০৮ ঈসায়ী
২৮ জমাদিউল আওয়াল ১৪২৯ হিজরী
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫ বাংলা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ঈমানের সংজ্ঞা

মূলধাতু امن হতে উৎপত্তি। কখনো কখনো 'আমনুন' অর্থ হয় বিশ্বাস।

আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস। কখনো কখনো এর অর্থ হবে শান্তি বা নিরাপত্তা।

পারিভাষিক অর্থে ঈমান হলো,

১. মুখের স্বীকৃতি, ২. অন্তরের বিশ্বাস ও ৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 'আমল। এই ৩টির সমষ্টির নামই হলো ঈমান।

ফিরোজাবাদী [রহ.] বলেন : দৃঢ়তা ও আনুগত্য প্রকাশ।

ইমাম রাগিব [রহ.] বলেন : ঈমানের আসল হচ্ছে, অন্তরের স্থিরতা ও ভীতি দূর বা নিরাপত্তা।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ [রহ.]-এর নিকট ঈমানের সংজ্ঞা হলো : মুখের স্বীকৃতি ও অন্তরের বিশ্বাস– এই ২টি গুণের সমষ্টি।

الإيمان اقرار باللسان و معرفة بالقلب.

"অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতির নামই ঈমান।"[৩]

আশায়েরা ও মাতুরিদিয়াদের নিকট ঈমানের সংজ্ঞা : শুধুমাত্র অন্তরের বিশ্বাস।

মুর্জিয়াদের নিকট ঈমান হলো : শুধুমাত্র মুখের স্বীকৃতির নাম, 'আমল ঈমানের অংশ নয়। ঈমানের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই– (আলোচনা : আল ঈমান - ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব)। যখন ঈমান কথার নাম হবে তখন সেটা কুফরের এক দরজা নিচে হবে। যা তারা পোষণ করে থাকে।

---

৩. তাহযীবুত্ তাহ্যীব ১ম খণ্ড, ১২১ পৃ.।

একজন পরিপূর্ণ মু'মিনের গুণাবলী

ইসলামী শারী'আতই হচ্ছে একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন বিধান, পদ্ধতি যা সকল দিক থেকে সার্বিকভাবে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে জীবন গঠনের একমাত্র কর্মপন্থা। কেবলমাত্র যার অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে একজন মানুষ নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছায়, নীতি-নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও চারিত্রিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের সর্বোত্তম ও সুউচ্চাসনে সমুন্নত করতে সক্ষম হন। যেমন-

নাবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : "মু'মিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার হচ্ছে সে ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।"(২৫)

অতএব উত্তম চরিত্র হচ্ছে ঈমানের প্রমাণবাহী ও প্রতিফলন, আর উত্তম চরিত্র ব্যতীত ঈমান প্রতিফলিত হয় না এবং নাবী ﷺ সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁকে প্রেরণের অন্যতম মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্রের উত্তম দিকসমূহ পরিপূর্ণ করে দেয়া। রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমি তো কেবল চরিত্রের উত্তম দিকসমূহ পরিপূর্ণ করে দিতে প্রেরিত হয়েছি।"(২৬)

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা উত্তম ও সুন্দরতম চরিত্রের মাধ্যমে নাবী ﷺ-এর প্রশংসা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

"আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর রয়েছ।"(২৭)

বর্তমান সমাজ বস্তুবাদী মতবাদ ও মানুষের মনগড়া মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। যেখানে মনুষ্যকে চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা দেয়ার নামে চরিত্রহীনতার এবং মানবতার শিক্ষা দেয়ার নামে দানবতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। যা শুধু সুবিধাবাদী নীতিমালা ও বস্তুবাদ স্বার্থের

২৫. আবূ দাউদ হা. ৪৬৮২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ হা. ৪০ : হাসান।
২৬. আদাবুল মুফরাদ হা. ২৭৩ : সহীহ।
২৭. সূরাহ্ আল ক্বলাম ৬৮ : ৪।

পবিত্র কুরআনে মু'মিনের পরিচয়

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

"হে মু'মিনগণ! ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"(৩৩)

"আর কোন কোন লোক এমনও আছে, যে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহকে ভালোবাসার মতো তাদেরকে ভালোবাসে। কিন্তু যারা মু'মিন আল্লাহর সঙ্গে তাদের ভালোবাসা প্রগাঢ় এবং কী উত্তমই হত যদি এ যালিমরা শাস্তি দেখার পর যেমন বুঝবে তা যদি এখনই বুঝত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।"(৩৪)

﴿اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

"আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন এবং কাফিরদের অভিভাবক হচ্ছে ত্বাগূত, সে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই আগুনের বাসিন্দা, এরা চিরকাল সেখানে থাকবে।"(৩৫)

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾

"রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয় তারা যখন তা শুনে, তুমি দেখবে, সত্যকে চিনতে পারার কারণে তখন তাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই তুমি আমাদেরকে সাক্ষীদাতাদের তালিকাভুক্ত কর।"(৩৬)

---

৩৩. সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৫৩।
৩৪. সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৬৫।
৩৫. সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৫৭।
৩৬. সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৮৩।

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে আর তাদের রব্বের কাছে বিনীত, তারাই জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।"(৩৭)

﴿قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾

"(তিনি সেটাকে করেছেন) সত্য, স্পষ্ট ও অকাট্য তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য। আর যারা সৎকাজ করে সেই মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, তাদের জন্য আছে উত্তম প্রতিফল।"(৩৮)

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

"আর যারা প্রার্থনা করে : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান কর যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয় আর আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের নেতা বানিয়ে দাও।"(৩৯)

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾

"কাফিররা মু'মিনদের সম্পর্কে বলে, তা (অর্থাৎ কুরআন) যদি ভাল হত তাহলে তারা আমাদেরকে পেছনে ফেলে ওটার দিকে এগিয়ে যেতে পারত না (আমরাই কুরআনকে আগে গ্রহণ করে নিতাম) আর যেহেতু তারা এর দ্বারা (অর্থাৎ কাফিররা এ কুরআন দ্বারা) সঠিক পথ পায়নি, সে কারণে তারা অবশ্যই বলবে– এটা এক পুরনো মিথ্যে।"(৪০)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

---

৩৭. সূরাহ্ হূদ ১১ : ২৩।

৩৮. সূরাহ্ আল কাহ্ফ ১৮ : ২।

৩৯. সূরাহ্ আল ফুরক্বান ২৫ : ৭৪।

৪০. সূরাহ্ আল আহকাফ ৪৬ : ১১।

মুনাফিক্বের আলামত

কুরআন মাজীদে মুনাফিক্বের আলামত–

"যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি'। আবার যখন তারা নিভৃতে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, 'আল্লাহ তোমাদের কাছে যা (তাওরাতে) ব্যক্ত করেছেন [মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে] তোমরা কি তা তাদেরকে বলে দাও যাতে এর দ্বারা তারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে? তোমরা কি বুঝ না'? "(৫৫)

"যখন তাদের কৃতকার্যের জন্য তাদের ওপর বিপদ আপতিত হবে, তখন কী অবস্থা হবে? তখন তারা আল্লাহর নামে শপথ করতে করতে তোমার কাছে এসে বলবে, 'আমরা সদ্ভাব ও সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কিছু চাইনি'। তারা সেই লোক, যাদের অন্তরস্থিত বিষয়ে আল্লাহ পরিজ্ঞাত, কাজেই তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দান কর, আর তাদেরকে এমন কথা বল যা তাদের অন্তর স্পর্শ করে।"(৫৬)

"মুনাফিক্বদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। যারা মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের নিকট সম্মান চায়? সম্মানের সবকিছুই আল্লাহর অধিকারে।"(৫৭)

"মুনাফিক্বরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে, তুমি তাদের জন্য কক্ষনো কোন সাহায্যকারী পাবে না।"(৫৮)

"মুনাফিক্ব পুরুষ আর মুনাফিক্ব নারী সব এক রকম, তারা অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় আর সৎ কাজ করতে নিষেধ করে, (আল্লাহর পথে ব্যয় করার ব্যাপারে) হাত গুটিয়ে রাখে, তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন। মুনাফিক্বরাই তো ফাসিক্ব। আল্লাহ মুনাফিক্ব পুরুষ,

৫৫. সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ৭৬।
৫৬. সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৬২-৬৩।
৫৭. সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৩৮-১৩৯।
৫৮. সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৪৫।

মুনাফিক্ব নারী ও কাফিরদের জন্য জাহান্নামের আগুনের ওয়া'দা দিয়েছেন, তাতে তারা চিরদিন থাকবে, তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের ওপর আছে আল্লাহর অভিশাপ, আর আছে তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি।"(৫৯)

"হে নাবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন কর, তাদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম, আর তা কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!"(৬০)

"যারা এ অপবাদ উত্থাপন করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল, এটাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে কর না, বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে প্রতিফল যতটুকু পাপ সে করেছে। আর এ ব্যাপারে যে নেতৃত্ব দিয়েছে তার জন্য আছে মহাশাস্তি।"(৬১)

"পরিণামে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে ক্ষমা প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"(৬২)

"মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে- 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল।' আল্লাহ জানেন, অবশ্যই তুমি তাঁর রসূল আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যেবাদী। তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আর এ উপায়ে তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করে তা কতই না মন্দ! তার কারণ এই যে, তারা ঈমান আনে, অতঃপর কুফরী করে। এজন্য তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। যার ফলে তারা কিছুই বুঝে না। তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের শারীরিক গঠন তোমাকে চমৎকৃত করে। আর যখন তারা কথা বলে তখন তুমি তাদের কথা আগ্রহ ভরে শুন, অথচ তারা দেয়ালে ঠেস দেয়া কাঠের মত (দেখুন- সুরত, কিন্ত কার্যক্ষেত্রে কিছুই না)। কোন শোরগোল হলেই তারা সেটাকে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে (কারণ তাদের অপরাধী মন সব সময়ে শঙ্কিত থাকে- এই বুঝি তাদের কুকীর্তি ফাঁস

৫৯. সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৬৭-৬৮।

৬০. সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৭৩।

৬১. সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ১১।

৬২. সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ৭৩।

হয়ে গেল)। এরাই শত্রু, কাজেই তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। এদের উপর আছে আল্লাহর গযব, তাদেরকে কীভাবে (সত্য পথ থেকে) ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে! তাদেরকে যখন বলা হয়, 'এসো, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তুমি দেখতে পাও তারা সদম্ভে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কক্ষনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ পাপাচারী জাতিকে কক্ষনো সঠিক পথে পরিচালিত করেন না। তারা বলে- 'রসূলের সঙ্গী সাথীদের জন্য অর্থ ব্যয় করো না, শেষে তারা এমনিতেই সরে পড়বে।' আসমান ও জমিনের ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না। তারা বলে– 'আমরা যদি মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তাহলে সম্মানীরা অবশ্য অবশ্যই হীনদেরকে সেখানে থেকে বহিষ্কার করবে।' কিন্তু সমস্ত মান মর্যাদা তো আল্লাহর, তাঁর রসূলের এবং মু'মিনদের; কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।"[৬৩]

হাদীস হতে বর্ণিত মুনাফিক্বের আলামত–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّه" قَالَ» أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْأَرْبَعِ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا, إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ﷺ বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেন : যদি কোন ব্যক্তির মাঝে চারটি অভ্যাস জমা হয় তাহলে সে নিরেট মুনাফিক্ব। কারো মাঝে এই চার অভ্যাসের কোন একটি পাওয়া গেলে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মাঝে নিফাক্বের একটি অভ্যাস বিদ্যমান থাকবে। সেই চারটি অভ্যাস এই, যখন তার কাছে কোনো কিছুর আমানাত রাখা হয়, সে খিয়ানাত করে। যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে। যখন কোনো ওয়া'দা করে, তা ভঙ্গ করে। যখন কারো সঙ্গে ঝগড়া হয়, তখন গালাগালি করে।[৬৪]

আলোচ্য হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ চারটি বদ অভ্যাসের কথা উল্লেখ করেছেন।

৬৩. সূরাহ্ আল মুনাফিক্বূন ৬৩ : ১-৮।

৬৪. সহীহুল বুখারী হা. ২৪৫৯, সহীহ মুসলিম হা. ১০৬-[৫৮]।

সূরাহ্ আল আনফালে বর্ণিত মু'মিনের আরো ৩টি গুণ:

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

﴿وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

"তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে, ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়, আর তারা নিজেদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে।"(৮০)

(ইমাম নববী [রহ.] বলেন) জেনে নাও যে, সুস্থাবস্থায় ভীত-সজ্জিত এবং আশাবাদী প্রত্যাশী দুটোই সমানভাবে হওয়া বান্দার জন্য মনোনীত। পক্ষান্তরে অসুস্থাবস্থায় আশার দিকটা বেশি রাখা উচিত।(৮১)

একমাত্র ঈমানদার ছাড়া কারো অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না এবং ঈমান বৃদ্ধি পেতে পারে না আল্লাহর ভয় বা আশা ছাড়া।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"তারা তাওবাকারী, 'ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকূ'কারী, সাজদাহ্কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী, অন্যায় কাজ হতে নিষেধকারী, আল্লাহর নির্ধারিত সীমা সংরক্ষণকারী, কাজেই (এসব) মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও।"(৮২)

সাহ্ল ইবনু সা'দ ﷺ নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের হাড্ডির (যবানের) এবং দু'পায়ের মাঝখানে (লজ্জাস্থানের) যামানত আমাকে দিবে, আমি তার জান্নাতের জামিন হব।(৮৩)

উপরিউক্ত দু'টি আয়াতের প্রথমটিতে মহান আল্লাহ মু'মিনদের ৫টি বৈশিষ্ট্য বা

৮০. সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ২, সূরাহ্ আর্ রা'দ ১৩ : ২২।
৮১. মুখতাসার রিয়াযুস্ সালিহীন, পৃ. ১২৯, ৩৩১।
৮২. সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১১২।
৮৩. বুখারী হা. ৬৪৭৪।

ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ ও রসূলের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ। অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রকারভেদ, দিবারাত্রি 'ইবাদাত পালনের সাথে আল্লাহভীতি যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধনী চিন্তা ইত্যাদি বিষয়বস্তু শামিল আছে।

শক্তিশালী মু'মিনের বিশেষ গুণসমূহ

শক্তিশালী মু'মিনের মর্যাদা :

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল মু'মিনের চেয়ে অধিক উত্তম এবং আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। আর সবার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। অতএব যাতে তোমার কল্যাণ রয়েছে তা অর্জনে আগ্রহী হও এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা কর, দুর্বলতা প্রদর্শন করো না। তবে যদি তোমার কোন কাজে কিছু ক্ষতি সাধিত হয়, তখন তুমি এভাবে বলো না যে, "যদি আমি কাজটি এভাবে করতাম তাহলে আমার এই এই হত।" বরং বল, "আল্লাহ এটাই তাক্বদীরে রেখেছিলেন। আর তিনি যা চান তা-ই করেন।" কেননা 'যদি' শব্দটি শয়তানের কাজের পথকে উন্মুক্ত করে দেয়।"[১০৬]

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, ঈমানদারগণ ঈমানের দিক দিয়ে সমান নয়। তাদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তবে শক্তিশালী মু'মিনগণ অধিক উত্তম এবং আল্লাহর নিকটও অধিক প্রিয়। কিন্তু দুর্বল মু'মিনরাও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত নয়।

তাহলে আমাদের জানা দরকার শক্তিশালী মু'মিন কারা? কী তাদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য? এগুলো জেনে আমরাও যেন সে সকল গুণাবলী অর্জন করে আল্লাহর প্রিয়ভাজন মু'মিনদের দলভুক্ত হতে পারি। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক্ব দান করুন। আ-মীন।

শক্তিশালী মু'মিনের ১৪টি বিশেষ গুণের বর্ণনা :

নিম্নে একজন শক্তিশালী মু'মিনের ১৪টি অনন্য গুণাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

---

১০৬. মুসলিম হা. ৬৬৬৭, ইবনু মাজাহ হা. ৪১৬৮ : সহীহ।

সুদৃঢ় ঈমানের আলামত

আল্লাহ এবং রসূল যা ভালোবাসেন তা নিজের চাহিদা, রুচি এবং ভালোবাসার ওপর অগ্রাধিকার দেয়া। আল্লাহর জন্য নিজের জান-মাল, সহায়-সম্পত্তি উৎসর্গ করা। আল্লাহ এবং তার রসূল যাকে ভালোবাসেন তাকে ভালোবাসা আর তারা যাকে ঘৃণা করেন তাকে ঘৃণা করা। তাক্বদীর তথা আল্লাহর ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা এবং যতই বিপদ আসুক না কেন মনঃক্ষুণ্ন ও হতাশ না হওয়া। স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর 'ইবাদাত করা এবং পাপাচার থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহর যিক্‌রের সময় মনে তৃপ্তি ও প্রফুল্লতা অনুভব করা। আল্লাহ বলেন,

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিক্‌র দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিক্‌র দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।"[১২৪]

তিনি আরো বলেন,

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে তার আয়াতগুলো পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে।"[১২৫]

নেকির কাজে আনন্দ এবং গুনাহর কাজে অস্থিরতা অনুভব করা। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মু'মিন তো সেই ব্যক্তি যার অন্তর নেক কাজে খুশি হয় আর পাপকাজে কষ্ট অনুভব করে।"[১২৬]

পরিশেষে, মহান রবের নিকট দু'আ করি, তিনি যেন আমাদেরকে এমন ঈমান

---

১২৪. সূরাহ্ আর্ রা'দ ১৩ : ২৮।

১২৫. সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ২।

১২৬. সহীহুল জামি' হা. ৬২৯৪ : সহীহ।

অর্জনের তাওফীক্ব দান করেন, যার ওপর তিনি সন্তুষ্ট। তিনি যেন আমাদের দুর্বলতাগুলো শক্তিতে রূপান্তরিত করে দেন, অভাবগুলো মোচন করেন এবং গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু, দাতা ও ক্ষমাশীল।

মু'মিনের অবহেলাসমূহ

সম্মানিত প্রকৃত মু'মিন ভাই ও বন্ধুবর্গ। আপনাকে মু'মিন হয়ে বেঁচে থাকতে হলে অনেক নির্যাতন কষ্ট সইতে হবে। এমন কোন মু'মিনের উদাহরণ এই জমিনের বুকে নেই যে, সে জীবনে কোন বাধার সম্মুখীন হয়নি। আপনাকে ইসলাম ও ঈমান পুরোপুরি আল্লাহর দীন পরিপূর্ণভাবে পালন ও বাস্তবায়ন করতে গেলে সে বাধা অতিক্রম করতেই হবে, এর প্রমাণ ভুরি ভুরি রয়েছে মহান আল্লাহর কুরআন ও নাবী ﷺ -এর হাদীসে। তাই চলুন আমরা কিছু নমুনা স্বরূপ দেখি মু'মিন হয়ে বেঁচে থাকতে হলে কি রকম বাধা আসতে পারে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾

"তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এই (অপরাধের) কারণে যে, তারা সে পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।"[১২৭]

আমাদের প্রতি বড় দয়া ও অনুকম্পা এই যে, মহান আল্লাহ আমাদের জন্য তাঁর মহান গ্রন্থে এবং নাবী ﷺ -এর বাণী ও তাঁর জীবনীতে মু'মিনের জীবনের অবহেলাসমূহ বর্ণনা করেছেন। নিম্নে এর কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

কুরআনের এ আয়াতগুলো রসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে খেল-তামাশা ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য অবতীর্ণ হয়নি। বরং এগুলো অবতীর্ণ হয়েছে এক মহান উদ্দেশে। আর তা হলো রসূল ﷺ -এর ও মু'মিনদের অন্তরসমূহকে সুদৃঢ় করা। তাই প্রত্যেক মু'মিনকে পরিপূর্ণ ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য এটা একটা বাধা যে, কুরআন হাদীসের জ্ঞানার্জন ও গভীরভাবে অধ্যয়ন না করা।

---

১২৭. সূরাহ্ আল বুরূজ ৮৫ : ৮।

পথে চলতে গেলে বা মু'মিন হয়ে বেঁচে থাকতে হলে বাধা আসবে না, এটার নিশ্চয়তা কোথায়?

একজন মু'মিনের জীবনে কী প্রয়োজন?

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾

"আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুল্‌মের (শির্‌কের) সাথে মিশায়নি, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা আর তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।"[১৩৬]

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা হচ্ছে- যুল্‌মের অর্থ শির্ক- সাধারণ গোনাহ নয়। কিন্তু ظلم শব্দটি نكرة ব্যবহার করায় আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এর অর্থ ব্যাপক হয়ে গেছে। অর্থাৎ যাবতীয় শির্কই এর অন্তর্ভুক্ত। يَلْبِسُوا শব্দটি لَبْسٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরিধান করা কিংবা মিশ্রিত করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাসের সাথে কোন প্রকার শির্ক মিশ্রিত করে তার কোন নিরাপত্তা নেই। এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, খোলাখুলিভাবে মুশরিক বা মূর্তিপূজারী হয়ে যাওয়াই শুধু শির্ক নয়, বরং সে ব্যক্তিও মুশরিক, যে কোন প্রতিমার পূজা করে না এবং ইসলামের কালেমা উচ্চারণ করে; কিন্তু কোন ফেরেশতা কিংবা রসূল কিংবা ওয়ালীকে আল্লাহর কোনো কোনো বিশেষ গুণে অংশীদার মনে করে বা আল্লাহকে যা দিয়ে 'ইবাদাত করা হয় তাদেরকে তেমন কিছু দিয়ে 'ইবাদাত করে। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে যারা কোন পীর, জিন্, ওলী বা মাযার ইত্যাদিকে মনোবাঞ্ছা পূরণকারী বলে বিশ্বাস করে এবং কার্যত মনে করে যে, আল্লাহর ক্ষমতা যেন তাদেরকে হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই মুশরিক। তারা আল্লাহর রুবুবিয়াতে শির্ক করল। অনুরূপভাবে যারা কবরবাসী, ওয়ালী, মাযার, জিন্ ইত্যাদিকে আহ্বান করে, সাজদাহ্ করে, সাহায্য চায়, মান্নত করে, তাদের উদ্দেশ্যে যবেহ্ করে তারা সবাই মুশরিক। তাদের নিরাপত্তা নেই। তারা আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শির্ক করল এবং তাওবাহ্ না করে মারা গেলে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে।

---

১৩৬. সূরাহ্ আল আন্'আন ৬ : ৮২।

তাওহীদের মর্যাদা এবং তাওহীদের ফলে যে সকল পাপ মোচন হয়

তাওহীদের দ্বারা পাপ মোচন হয়। বান্দা যত বেশি পরিমাণ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে, ততই তার 'আমলের গুণে সে জান্নাতের পথে ধাবিত হবে তার 'আমল যাই হোক না কেন।

এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

"যারা ঈমান আনবে এবং তাদের ঈমানকে যুল্‌মের সাথে মিশ্রিত করবে না তাঁদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা, তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।"[১৬৩]

যুল্‌ম-এর অর্থ শির্‌ক, ইবনু মাস্‌'ঊদ ﷺ থেকে সহীহায়নের হাদীসে এমনই রয়েছে।

সাহাবীগণ এখানে এ আয়াতটিকে বিরাট বিষয় ভেবে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে কে নিজের প্রতি যুল্‌ম করেনি? তিনি বললেন, তোমরা যা বুঝেছ তা নয়, যুল্‌ম হলো শির্‌ক। তোমরা কি নেককার বান্দা লুক্বমান-এর কথা শুননি,

﴿...إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

"...নিশ্চিত শির্‌ক বিরাট যুল্‌ম।"[১৬৪]

এক্ষেত্রে আয়াতের মর্মার্থ হবে, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে শির্‌কের সাথে কলুষিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। এটিই হচ্ছে তাঁর ফাযীলাত ও মর্যাদা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যতটুকু শির্‌কের মাধ্যমে তাওহীদকে কলুষিত করবে তাঁর নিকট থেকে সে হারেই নিরাপত্তা ও হিদায়াত দূর হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি তাওহীদকে বাস্তবায়ন করল এবং শির্‌কের সাথে তার ঈমানকে কলুষিত করেনি অর্থাৎ তাঁর

১৬৩. সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ৮২

১৬৪. সূরাহ্ লুক্বমান ৩১ : ১৩

তাওহীদে রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাত পরস্পর জড়িত।

আর ত্রুটি ঐ লোকেদেরই বৈশিষ্ট্য যাঁরা তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করে না। কেননা শির্ক না করাতে এও জরুরি হয়ে পড়ে যে, সে তাঁর প্রবৃত্তির সাথে শির্ক করে তখন সে বিদ্'আতে পতিত হয় বা পাপে লিপ্ত হয়।

অতএব শির্ক পরিত্রাণের ফলে সমস্ত প্রকার শির্ক, বিদ্'আত ও পাপ পরিত্যাগ হয়ে থাকে। আর একেই বলা হয় আল্লাহ তা'আলার জন্য তাওহীদ প্রতিষ্ঠা।[১৭০]

মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যে ৩০ শ্রেণির ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না

এ ধরনের কিছু গুনাহ নিম্নরূপ :

(১) হারাম খাদ্য ভক্ষণকারী জান্নাতে যাবে না :

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা লালিত-পালিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' [১৭১]

হারাম ভক্ষণকারীর প্রতি রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'হারাম অর্থের মাধ্যমে (যে শরীরে) মাংস বৃদ্ধি পেয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি হারাম অর্থ ও অবৈধ উপার্জন দ্বারা দেহ গঠন (জীবিকা নির্বাহ) করেছে, জাহান্নামের আগুনই তার প্রাপ্য।' (মিশকাত)

(২) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না :

জুবায়র ইবনু মুত্'ইম ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[১৭২]

---

১৭০. কিতাবুত্ তাওহীদের ব্যাখ্যা, পৃ. ১৫

১৭১. বায়হাক্বী হা. ৫৫২০

১৭২. সহীহুল বুখারী হা. ৫৫২৫, মুসলিম

কুরআন মাজীদে মু'মিনের ৫০টি বিশেষ গুণের বর্ণনা

১. আল্লাহ তা'আলার নাম নিলে ভয়ে অন্তর কেঁপে উঠবে :

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

"প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পড়া হয়, তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে।"(২০১)

২. আল্লাহ তা'আলার সাথে কক্ষনো শির্ক করবে না :

﴿لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا اٰخَرَ﴾

"তারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্যকে ডাকে না।"(২০২)

৩. যিনা করবে না :

﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾

"ব্যভিচার করে না।"(২০৩)

৪. নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে :

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾

"নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে।"(২০৪)

৫. খুশূ' সহকারে সলাত আদায় করে :

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

"যারা নিজেদের সলাতে বিনয়াবনত হয়।"(২০৫)

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾

"এবং নিজেদের সলাতগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে।"(২০৬)

---

২০১. সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ২
২০২. সূরাহ্ আল ফুরক্বা-ন ২৫ : ৬
২০৩. সূরাহ্ আল ফুরক্বা-ন ২৫ : ৬৮
২০৪. সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ৫
২০৫. সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ২
২০৬. সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ৯